সমাজদর্পন

নারী ক্ষমতায়নঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

তৃতীয় পর্ব

বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

২০২২

বিভাগীয় নিবেদন

বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় পত্রিকা "সমাজদর্পণ" (তৃতীয় পর্ব) প্রকাশিত হল। সমাজদর্পণে (তৃতীয় পর্বের) প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হল-নারী ক্ষমতায়ন: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। আদিকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নারী সমাজের বিকাশ, নারী মুক্তি আন্দোলন, নারীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার, নারীদের সমতার জন্য লড়াই, শিক্ষার জন্য লড়াই, অধিকারের জন্যে লড়াই চলছে। বর্তমানে লিঙ্গভিত্তিক সমতার ধারণা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের সাফল্য এই পর্বের আলোচনায় উঠে এসেছে।

সমাজদর্পণ সবসময়ই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে চিন্তন-মননের এক মুক্ত ক্ষেত্র যেখানে তারা বাধাহীনভাবে নিজেদের ভাবনাকে কলমের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারে। এই সংকলনে নারী ক্ষমতায়নের বিভিন্ন আঙ্গিক, বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ, অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা এবং বাধা কাটিয়ে সাফল্যের ক্ষেত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রয়াস সকলের কাছে সমাদৃত হবে এই আশা রাখি। পাঠকগণের উৎসাহ আগামীদিনে আমাদের লেখনীকে আরো ক্ষুরধার করে তুলবে।শব্দ ও বাক্যগত ভুল ত্রুটি মার্জনা করবেন।

ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা

"One is not born, but rather becomes, a woman"

– Simone De Beauvoir, The Second Sex.

সাম্প্রতিককালে আমরা খুব আনুষ্ঠানিকভাবে ৮ই মার্চ আন্তজার্তিক নারী দিবস পালন করি। নারী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে আমাদের কাছে নারীসমাজের বিভিন্ন রূপ উঠে আসে যেখানে প্রতিফলিত হয় যে বর্তমান সময়ে নারীরা বহু ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলেও এখনো সমাজে তারা বঞ্চিত, নিগৃহীত, নির্যাতিত ও অবহেলার শিকার। এই বঞ্চনা ও নিগ্রহের অন্যতম কারণ হল সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রীয় স্তর থেকে পারিবারিক স্তর পর্যন্ত নারীদের পশ্চাৎপদতা। এই পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটাতে হলে প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিচার করলে ভারতবর্ষের অবস্থা খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়।রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন স্তরের কমিটি থেকে শুরু করে সংসদ ও প্রশাসনে নারী-পুরুষের অনুপাত দেখলেই তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

ভারতীয় পার্লামেন্টে ৭৩তম সংবিধান সংশোধন করে এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা আছে। তবুও নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার সময় হাতে গোনা কিছু মহিলা প্রার্থী দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত মন্ত্রকের ২০২০ রিপোর্ট অনুযায়ী পঞ্চায়েত স্তরে মহিলা প্রতিনিধিত্বের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১২ নম্বরে । এই রিপোর্ট অনুযায়ী, পঞ্চায়েত মহিলাদের সর্বভারতীয় হার ৪৫.৯৯%।রাজ্য স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার হল যথাক্রমে- ঝাড়খণ্ড(৫৯.১৮%), রাজস্থান(৫৮.২৯%),কেরালা (৫১.৮৫%), বিহার (৫১.৬৮%), মহারাষ্ট্র(৪৯.৯৩%), অসম(৫০%),পশ্চিমবঙ্গ(৪৯.৯৮%)। ১৯৫২-এর প্রথম লোকসভায় ৫ শতাংশ মহিলা সদস্য ছিলেন (৪৮৯ টি আসনের মধ্যে ২৪ টি আসন)। এরপর যথাক্রমে তা হয় ১৯৫৭ লোকসভায় ৪.৪৫%,১৯৬২ লোকসভায় ৫.৪১%,১৯৭৭ লোকসভায় ৩.৫১%,১৯৮০ লোকসভায় ৫.২৯%,১৯৮৪ লোকসভায় ৫.৪১%,১৯৮৯ লোকসভায় ৫.৪৮%, ১৯৯১ লোকসভায় ৭.৩০%,১৯৯৬ লোকসভায় ৭.৩৭%,১৯৯৮ লোকসভায় ৭.৪৯%, ১৯৯৯ লোকসভায় ৯.০২%,২০০৪ লোকসভায় ৮.২৯%,২০০৯ লোকসভায় ১০.৮৭%,২০১৪ লোকসভায় ১২.১৫% এবং ২০১৯ লোকসভায় ১৪%। এবারের লোকসভায় মোট সাংসদদের মধ্যে ১৪ শতাংশ হল মহিলা সাংসদ।পশ্চিমবঙ্গে, এই নির্বাচনে ১৭ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এদের মধ্যে ৯ জন জয়ী হয়েছিলেন। আনুপাতিকভাবে মহিলাদের অংশগ্রহণ কম হলেও, উপরিউক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ক্রমবর্ধমান যা আশাব্যঞ্জক।

লোকসভায় অধ্যক্ষ বা স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রেও মহিলাদের সংখ্যা খুবই কম। ২০০৯-এ লোকসভায় ভারতের প্রথম মহিলা স্পিকার নির্বাচিত হয় যিনি মীরা কুমার এবং ২০১৪-তেও লোকসভাতে একজন মহিলা স্পিকার নির্বাচিত হন যিনি হলেন সুমিত্রা মহাজন। ১৯৫২ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে এখনো পর্যন্ত ভারতের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধী (জাতীয় কংগ্রেস)। তবে ১৯৫০ সাল থেকে আজ অবধি কোনো নারী ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেননি।

ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে আলোকপাত করলে দেখা যাবে যে কয়েকজন মহিলা রাজনীতিবিদদের অবদান অপরিসীম। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন -কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী (জাতীয় কংগ্রেস), পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী(TMC), তৎকালীন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা(AIADMK), বহুজন সমাজবাদী পার্টির নেত্রী মায়াবতী, রাজস্থানের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া।

নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে ঠিকই কিন্তু তা পুরুষদের অনুপাতে কম। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন লিঙ্গ বৈষম্য নির্মূল করে ক্ষমতায়নের দিক থেকে নারী-পুরুষ সমানুপাত হবে।

SAMPA MONDAL

4TH SEM(H)

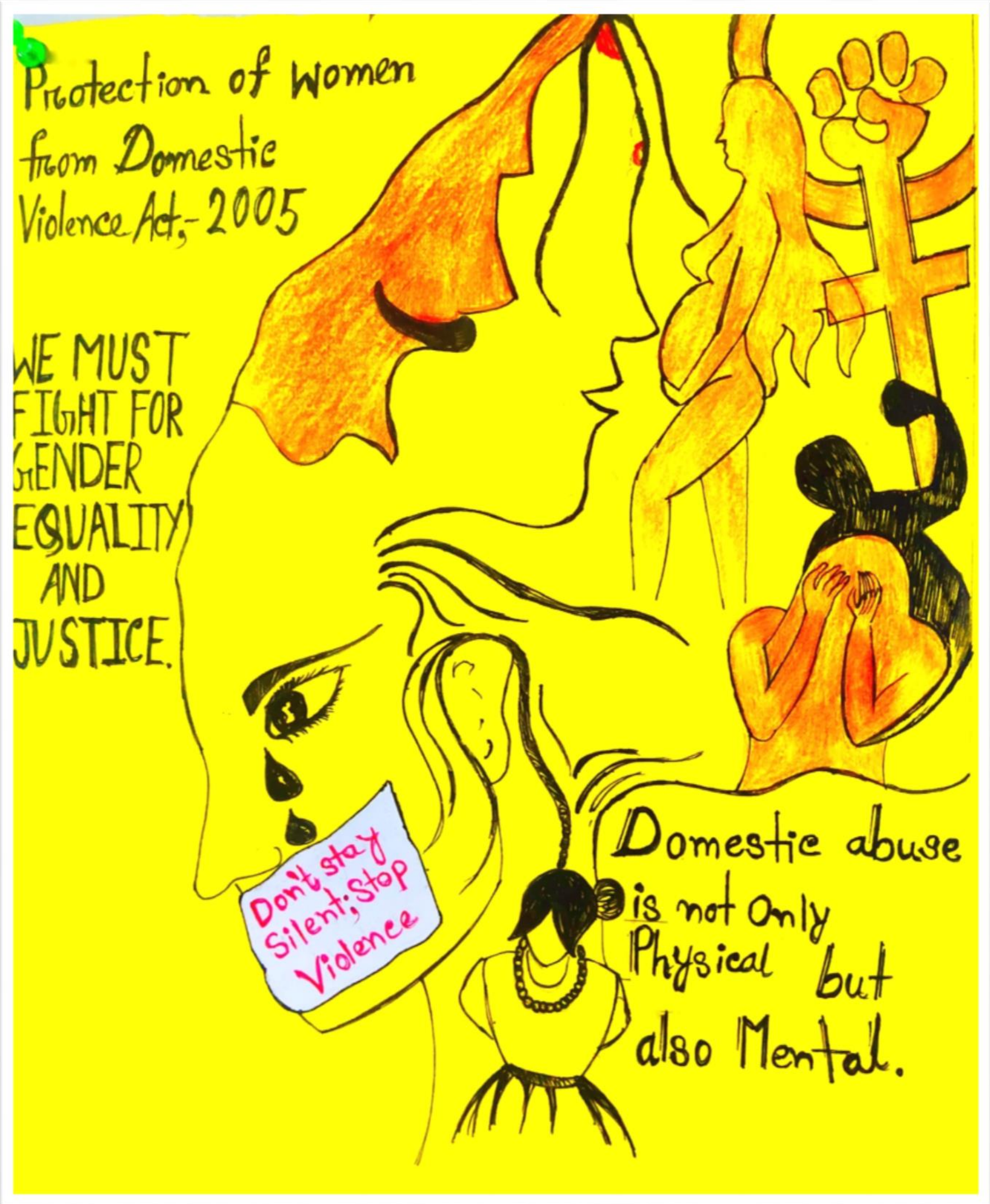

Rohit Das

6th SEM (H)

রাজনীতিতে নারীদের ক্ষমতায়ন এবং সম্ভাবনা

একটি দেশের মহিলারা কতটা সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা পেয়ে থাকেন তা দিয়েই সেই দেশের উন্নয়ন বিচার করা হয়। নারী ও পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

আধুনিক যুগে রাজনীতিতে নারীদের প্রভাব কতখানি? তার উত্তরে বলা যায়, যেদিন ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে সেদিন থেকেই পুরুষদের সঙ্গে মহিলারাও সমান ভোটাধিকার লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশত, এই সমান ভোটাধিকার রাজনৈতিক ময়দানে পুরুষদের মতন নারীদের সমান সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে পারেনি। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও দেশের মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে একাধিক বাধা রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সাংস্কৃতিক অন্তরায়, কঠোর সামাজিক নিয়ম, শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব, নিরাপত্তাজনিত কারণে মহিলারা এখনও ঘরে-বাইরে পুরুষদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। মা, স্ত্রী, বোন কিংবা গৃহবধূ-এই ভূমিকাগুলির বাইরে বেরিয়ে রাজনীতিতে আসতে গেলে তাদের আজও বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, নারী রাজনীতি করবে তা মেনে নিতে পারে না। ভারতবর্ষের নারীর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, বিভিন্ন পেশায় সাফল্য লাভ করেছে, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য পাচ্ছে, তাসত্ত্বেও ভারতবর্ষ যেন এখনও নারী ক্ষমতায়নের ব্যাপারে গর্ব করার মতো জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন ক্ষমতায়নের দিক থেকে নারী-পুরুষ সমান হয়। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ না বাড়ালে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব হবে না। রাজনীতিতে যোগদান বাড়ানোর জন্য উৎসাহপ্রদানকারি কিছু পদক্ষেপ প্রয়োজন যা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

(i) নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কিছু নীতি গ্রহণ করা।

(ii) দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যাতে নারীরা সমান সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা।

(iii) নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য আইনি ব্যাবস্থাকে জোরদার করা।

(iv) নারীদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহন করার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা।

(v) নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে নারী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা ও তা সুদৃঢ় করা।

(vi) সমস্ত ক্ষেত্রে নারীর যাতে পুরুষদের সঙ্গে সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করেন তার ব্যবস্থা করা।

পরিশেষে বলা যায়, পরাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ রাজনীতিতে নারীদের ক্ষমতাকে উন্মোচিত করেছিল। তাইতো আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন –

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

Chandan Debnath
6th SEM (H)

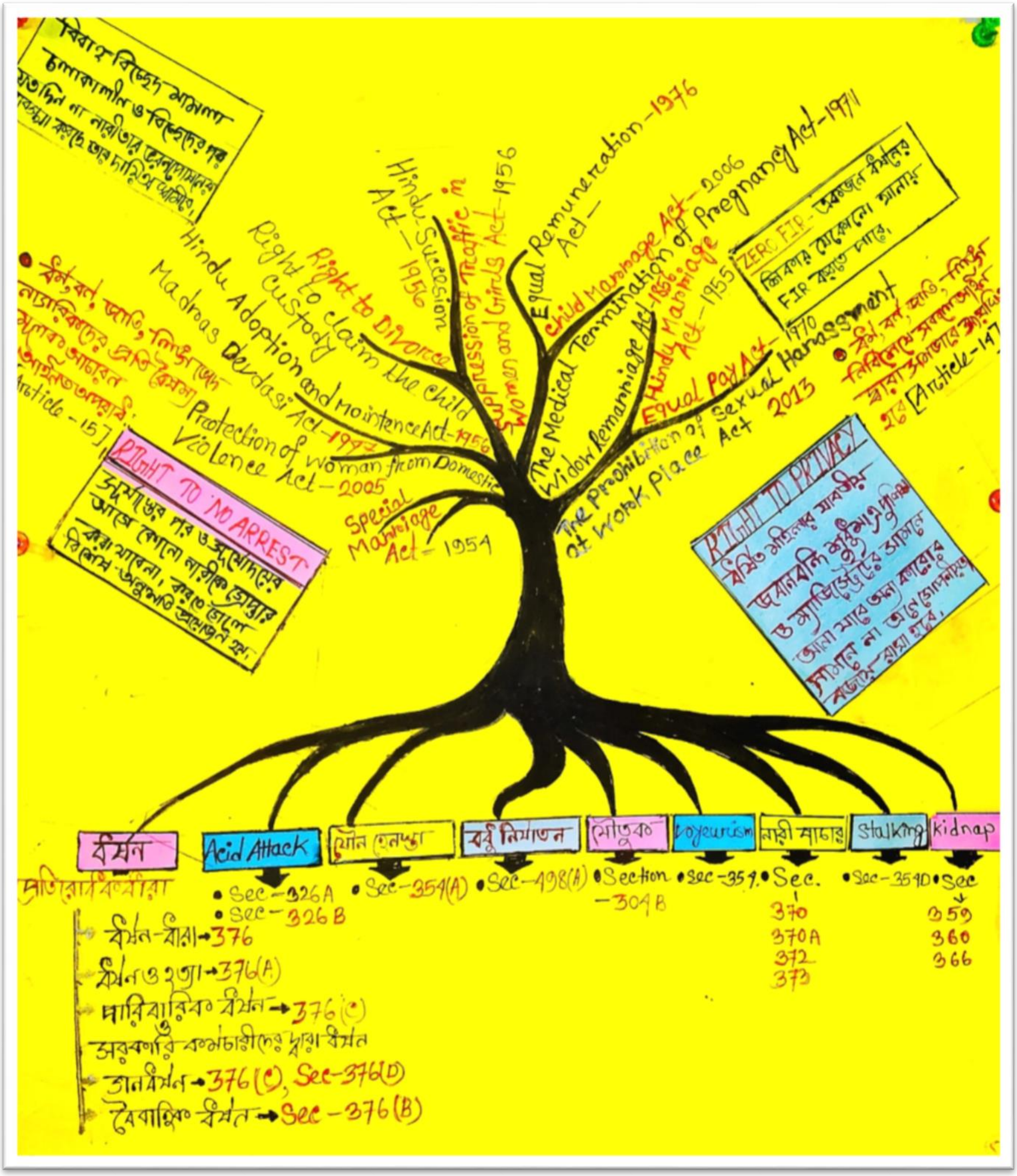

Rohit Das

6th SEM (H)

ভারতীয় সামাজ- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সবলা কবিতায় লিখেছেন –

“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার

কেন নাহি দিবে আধিকার

হে বিধাতা?”

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ভারতের ক্ষেত্রে এখনো কবির এই প্রশ্ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যা আমাদের দেশে রাজনৈতিক আঙিনায় মহিলাদের অংশগ্রহণের অবস্থা দেখলে বোঝা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সেই রাষ্ট্রের জনগণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সেই সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থনকে সূচিত করে আবার বিরোধিতার স্থানকেও প্রসারিত করে। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র দেখলে স্পষ্ট চোখে পড়ে যে এখনও মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা বেশি সক্রিয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ থাকে । তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মনে করা হয় রাজনীতি হল পুরুষের বিষয় (politics is a man’s business)।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের অংশগ্রহণে এই তারতম্য খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে ভারতের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠার পথে মহিলাদের নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় । মনে করা হয়, মহিলাদের স্থান মূলত গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে এবং তাদের মূল কাজ হলো গৃহকাজ এবং বাইরের জগৎ পুরুষদের জন্য। এরফলে, বেশিরভাগ মহিলা বাইরের, বিশেষ করে রাজনৈতিক পরিবেশ সমন্ধে অবগত থাকতে পারেনা । অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে, ভারতের বিশাল সংখ্যক মানুষ দরিদ্র। এরফলে, তারা মেয়েকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে পারেনা বা কন্যাসন্তান স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারে না। এই কারণে অনেক মহিলার রাজনৈতিক জ্ঞান খুবই সীমিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের ব্যাক্তিগত মতপ্রকাশ বা ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই নিজেদের ইচ্ছেতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা সবসময় তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ কমছে। শিক্ষা, বিভিন্ন পেশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে মহিলাদের ইতিবাচক মনোভাব দেখা যাচ্ছে। ১৯৭৭ সালে সাংসদের সংখ্যা ছিল ২ জন । ২০১৯ সালের নির্বাচনে তা বেড়ে হয় ৭৮ জন। এছাড়াও ১৯৯২ সালে সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনের দ্বারা ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েত, পৌরসভা ও কর্পোরেশনের সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে মহিলা প্রার্থীদের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যাচ্ছে । ১৯৫২ সালেও নির্বাচনে যেখানে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৪৫ ছিল, ২০১৯ সালে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৭২৪।

এছাড়াও মহিলাদের শিক্ষার হার বেড়ে ৫০.৪ শতাংশ হয়েছে। নারী সশক্তিকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন– স্কলারশিপ, কন্যাশ্রী প্রকল্প, মহিলাদের বিবাহের বয়স ২১ বছর করার ফলস্বরূপ মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি হচ্ছে। বাল্যবিবাহের মতো সমস্যা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে। ভারতের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মনোভাব মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের পথে এক অন্তরায় তা নিয়ে সন্দেহ নেই। মহিলাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অনেক ব্যাপারে এখনো এক উদাসীন মনোভাব দেখা যায়। মহিলাদের নিজেদেরই আন্দোলন সংগঠিত করে রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে হবে। যতক্ষণ না তারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে, নিজেদের অধিকার অর্জন করবে, ততদিন সমাজের উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। প্রাচীনকাল থেকে বহু প্রতিকূলতা পার করে নারীসমাজ যেভাবে তাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে, তার ভিত্তিতে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে নিজের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে জোরদার করার জন্য এবং স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার জন্য তারা সচেষ্ট ও সফল হবে।

Nabambika Biswas

4th SEM (H)

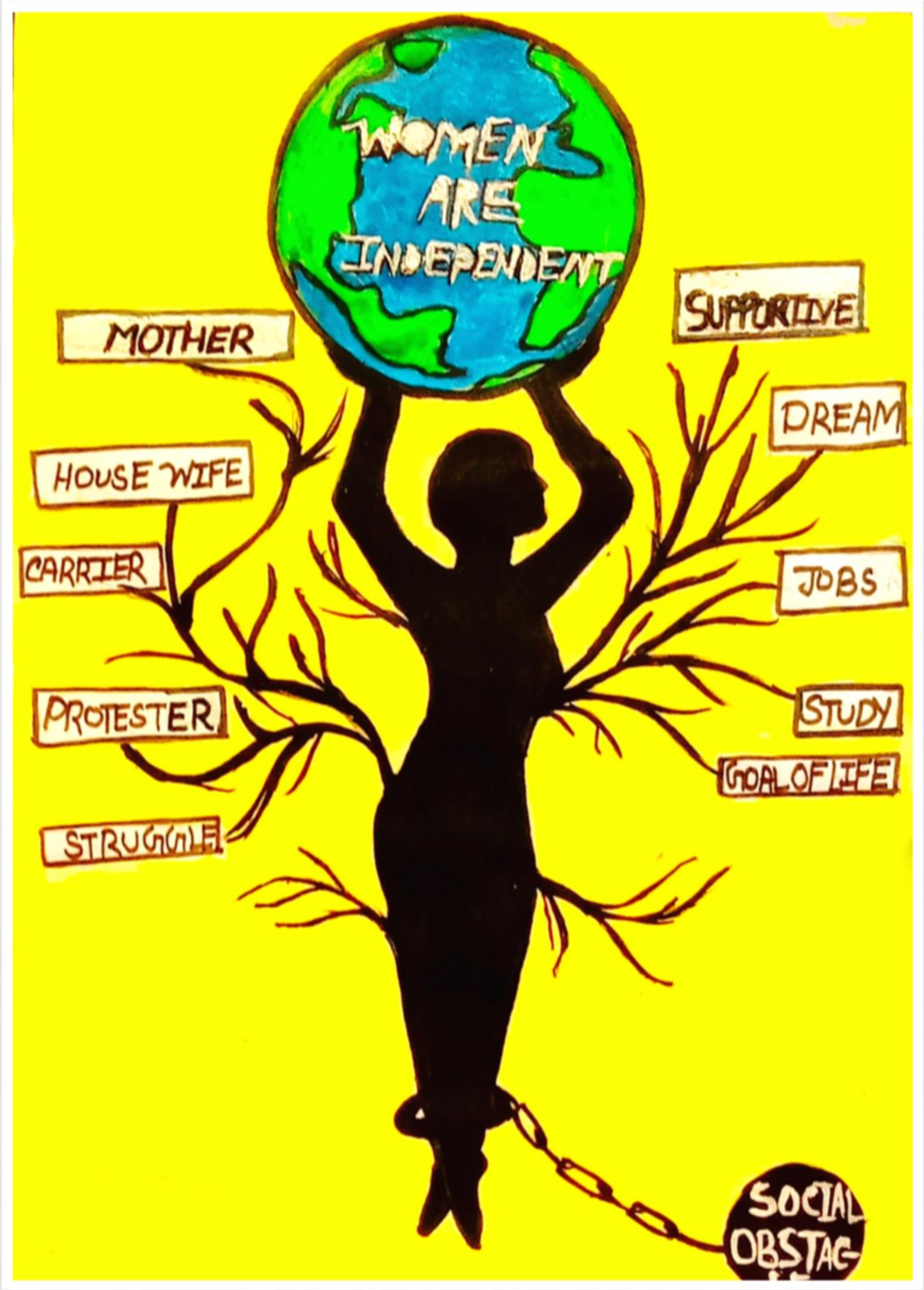

Sarmila Singh
2nd SEM (H)

ভারতের সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানাধিকারী। কিন্তু বাস্তবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক,রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও লিঙ্গ বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সংসদের মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের যে ছবি আমরা দেখতে পাই তা থেকে লিঙ্গ বৈষম্যের একটি দিক ফুটে ওঠে। বর্তমানে লোকসভার সাংসদের মাত্র ১৪ শতাংশ মহিলা। এই পরিসংখ্যান বিশ্বের ১৪০টি দেশের থেকে ভারতের করুণ অবস্থা প্রমাণ করে। বিশ্বব্যাপী আইনসভার মহিলা প্রতিনিধিদের পরিসংখ্যান ২৪.৬ শতাংশ। ২০০৮ সালে ১০৮তম সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পেশ করা হয় যার মাধ্যমে ভারতের সংসদের উভয় কক্ষে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়। সংসদে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ অনেক কম তাই লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে এই বিল পেশ করা হয়।

রাজ্যসভায় ৯ই মার্চ ২০১০ সালে এই বিলটি পাশ করা হয়। কিন্তু এখনও লোকসভা এই বিলটি পাশ করেনি। এই বিলকে কেন্দ্র করে বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। বিল-বিরোধীদের মতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করলে পুরুষ প্রার্থীদের আসন সংখ্যা কমে যাবে। তার থেকেও আপত্তিকর হল মহিলারা নিজেদের যোগ্যতা বা পরিশ্রমের পরিবর্তে আইন সংরক্ষণের দাক্ষিণ্যে প্রতিনিধি হবেন। অপরদিকে ভোটারদের বাধ্য করা হবে নির্দিষ্ট কিছু আসনে শুধুমাত্র মহিলাদের নির্বাচিত করার জন্য। এই বাধ্যবাধকতা তাদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতার পরিপন্থী। এই সমালোচনার ফলে বিলটি এখনো লোকসভায় পাশ হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য হল যে ভারতের স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থায় তৃণমূল স্তরে আসন সংরক্ষণের ফলে মহিলারা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে রাজনৈতিক প্রতিনিধি হওয়ার জন্য এগিয়ে আসছেন। পুরুষতান্ত্রিক বাধানিষেধ উপেক্ষা করে তারা রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন, নিজেদের রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচয় রাখছেন। তাই, ভারতের গণতন্ত্রের স্বার্থে তথা মহিলাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

Sarmila Singh

2nd SEM (H)

Rohit Das

6th SEM (H)

সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের অবদান

ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের সংগ্রামী রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও তারা গুরুতপূর্ণ অবদান রেখেছে যা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করতে পারেনি। এইসব আন্দোলনে নারীরা তাদের এক বিপ্লবী রূপ নির্মাণ করেচে যা ভারতীয় সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ভারতে নারীদের অবস্থান সুনিশ্চিত করার জন্য নারীদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হতে হয়েছে। নারীরা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কিছু স্বতন্ত্র আন্দোলন পরিচালিত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর কথাই যদি উল্লেখ করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলার নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এই সময় তারা নিজস্ব সংগঠন তৈরি করতে থাকে। সরলা দেবী চৌধুরানী এলাহাবাদে ১৯১০ সালে "ভারত স্ত্রী মহামন্ডল" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার। সরোজ নলিনী দত্ত (১৮৮৭-১৯২৫) মহিলাদের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে বাংলার বিভিন্ন জেলায় মহিলা সমিতি গঠন করেন। বিশ শতকের বিশ এবং ত্রিশের দশকে সর্বভারতীয় নারী সংগঠনগুলো আত্মপ্রকাশ করে যেখানে সক্রিয়ভাবে বাংলার নারীরা যোগদান করে। অন্যদিকে মাদ্রাজে গড়ে উঠেছিল কিছু মহিলা সংগঠন। যথা-উইমেন্স ইন্ডিয়ান কাউন্সিল(১৯১৭), অল ইন্ডিয়া ওমেন্স কনফারেন্স (১৯২৭) ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারী স্বাধীনতার জন্য কাজ করা। বাংলার নারীরা জাতীয় স্তরের বিভিন্ন কমিটি ও কাউন্সিলে যোগদান করে।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বিপ্লবী আন্দোলনেও নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে নারীদের অংশগ্রহণ শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে। গান্ধীজীর দ্বারা পরিচালিত তিনটি আন্দোলনে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন সমস্ত স্তরের নারীরা যোগদান করে যাদের মধ্যে মাতঙ্গিনী হাজরা চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন, ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ, ঝাঁসির রানী ব্রিগেডের অবদান ভারতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে যেখানে নারীরা কালজয়ী অবদান রেখেছিলেন। কল্পনা দত্ত, কনকলতা বড়ুয়া, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীণা দাস, লক্ষ্মী সায়গল প্রমুখর নাম বিশেষ উল্লেখ্য। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত করে তোলার জন্য নারীদের শরীরচর্চা, অস্ত্র চালানোর শিক্ষা, মেশিনগান ও রাইফেল চালানো প্রভৃতি প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। সরোজনী নাইডু মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করেন। নারীদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে ভারতের স্বাধীনতার পথ আরো সুদৃঢ় হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতের কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল যেমন-তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৫০), তেলেঙ্গানা আন্দোলন (১৯৪৮-৫১) যেখানে নারীরা অংশগ্রহণ করেছিল এবং নারীবাহিনী গঠন হয়ছিল। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে নারীদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেলেও স্বাধীনতার পরে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এইসময় তারা গৃহস্থালির কাজকর্মে বেশি মনোযোগ দেন এবং তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কিছু সমাজ কল্যানকর কাজের মধ্যে সীমিত ছিল। নারী অধিকারের জন্য ১৯৮০এর দশকে ভারতে নারী আন্দোলন আবার পুনরুত্থিত হয়। এইসময় থেকে বিভিন্ন নারী সংগঠন গড়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক কাজকর্ম বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। এই নারী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, চাকরি, সামাজিক মর্যাদা ও সমতা অর্জন করা। এই অধিকার অর্জনের প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয়তার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- আইনসভা, পঞ্চায়েত ব্যাবস্থায় সদস্য হিসাবে যোগদান করা। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতের সংসদের উভয় কক্ষেই মহিলা সদস্য সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশ কম। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিও সব রাজ্যে সমান নয়। এককথায়, এখনো মহিলা - পুরুষের বৈষম্য রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিরাজ করছে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে- অহিংস আন্দোলন থেকে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সবেতেই নারীরা নিজেদের সাহসিকতার পরিচয় রেখেছে। বিভিন্ন আন্দোলনে পুরুষদের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে নিজেদের সাংগঠনিক দক্ষতা, নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা ও আন্দোলনের প্রতি নিবেদিত প্রাণের নজির সৃষ্টি করেছে। তাই ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামকে অনুসরণ করে নির্দ্বিধায় বলা যায়-

"কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী, পুরুষের তরবারী;

প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়েছে, বিজয়লক্ষ্মী নারী"।

Tanisha Sarkar
6th SEM (H)

সৃজনসঙ্গী

Sudipta Pal 6TH SEM(H)

Pritam Mondal 6TH SEM(H)

প্রধান উপদেষ্টাগণ

Dr. Samar Chattopadhyay

Principal (WBSES)

Barasat Government College

All the teachers of Political Science Department

পরিচয় জ্ঞাপন

Sampa Mondal 4TH SEM(H)

Sharmila Singh 2ND SEM(H)

Rohit Das 6TH SEM(H)

Tanisha Sarkar 6TH SEM(H)

Nambambika Biswas 4TH SEM(H)

Chandan Debnath 6TH SEM(H)